

লোকে কী বলবে?



# লোকে কী বলবে?

আয়মান সাদিক  
সাকিব বিন রশীদ



একমাত্র পরিবেশক তাম্রলিপি

## উৎসর্গ

বইয়ের কথাগুলো যেন আজ থেকে আর কেউ কাউকে উৎসর্গ না করে তাই এই বই লেখা। আমরাও তাই এই বই কাউকে উৎসর্গ করব না। দেখি না লোকে কী বলে।

১. বইয়ের নিয়ম মানে নাই;
২. খুব সৃজনশীলতা দেখাইতে গেসে;
৩. এরা তো বই লিখতেও জানে না;
৪. বই লেখার একটা নিয়ম তো মানতেই হয়;
৫. এরা ভাই লেখক না, লিখতে আসছে;
৬. উৎসর্গ ছাড়া বই বর্জন করা উচিত।



## সূচি

ভূমিকা	৯
তুমি এত প্রশ্ন করো কেন?	১৯
এই পিচ্চি!	২৩
A+ তো পাইলা না, এখন কী করবা?	২৬
ছোট মুখে এত বড় কথা?	২৯
তাকে নিয়ে কত আশা করসিলাম...!	৩২
এত ভাব নাও কেন? পড়ো তো প্রাইভেট ভার্সিটিতে!	৩৫
এসব এখন বাদ দিতে হবে!	৪০
গল্পের বই বাদ দিয়ে পড়ার বই পড়ো!	৪৪
এই প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে	৪৭
মাদ্রাসার ছাত্র ভার্সিটিতে ভর্তি হইসো কেন?	৫০
মেয়েমানুষ, এত বেশি কথা বলেন কেন?	৫৩
আমার বউ কিচ্ছু করে না!	৫৬
বিয়ের পরেও চাকরি করবা?	৬০
এটা তো ছেলেদের কাজ না!	৬৪
ব্যবসা করবা? কেন, চাকরি পাও নাই?	৬৭
এখনো বিয়ে করছ না কেন?	৭১
মেয়ের বাবা-মা ফকির নাকি?	৭৪
বসের সাথে দ্বিমত করলে চাকরি থাকবে? চেপে যাও!	৭৮
তুই এত ক্ষ্যাত কেন?	৮২
এসব করে তো ভাত পাবা না!	৮৪

প্রতিবন্ধীদের মতো করিস কেন?	৮৭
সবই টাকা কামানোর ধাক্কা!	৮৯
ডিপ্রেশন আবার কী? ভং ধরসো?	৯২
তুই আমাকে সালাম দিলি না কেন? কত্ত বড় বেয়াদব!	৯৬
ওর পা ধুয়ে পানি খাও!	৯৯
তোমাদের কত আরাম, আমাদের সময় তো...	১০১
তুই যে পারবি না এটা আমি আগেই জানতাম!	১০৩
ডুড, তুমি ইংরেজি বলতে পারো না? হাহাহা!	১০৬
হিজড়াদের মতো করিস কেন?	১০৯
তুমি তো ইংলিশ মিডিয়ামের ফার্মের মুরগি	১১১
ভাবি কিছু করেন না, নাকি হাউজওয়াইফ?	১১৩
সায়েন্স পড়ে আবার বিবিএ পড়ে নাকি কেউ?	১১৫
আরে! একবার-দুইবার খেলে কিছুই হবে না!	১১৭
লোকের কথা ও তোমার সিদ্ধান্ত	১২০
লোকের কথাকে কানে না তোলার বুদ্ধি!	১২৩
একটা গল্প দিয়ে শেষ করি	১২৬

## ভূমিকা

এই বইয়ের দুজন লেখকের বয়সই এখন ৩১ (সাকিবের আসলে ৩২, হিসাবের সুবিধার্থে ৩১ ধরে নিলাম আরকি)। এই বই লেখার পরিকল্পনা শুরু হয় আরও কয়েক বছর আগে থেকে যখন আমরা ২৫ বছরের দুর্বীর তরুণ আর মনে প্রতিবাদের তীব্র জ্বালা। ভেবেছিলাম একটি বই লিখে সমাজের নানা অসংগতি তুলে ধরব। লোকজনের নানা কটু কথার দাঁতভাঙা জবাব দেব। বেশ কিছু স্পর্শকাতর বিষয় নিয়েও আলাপ করব। কিন্তু তা করতে করতে কয়েক বছর পার হয়ে গেল কেন? আমরা আসলে এত দিন ভয় পাচ্ছিলাম যে লোকে বলবে, ‘এই দুই ছোট্ট অনলাইন শিক্ষক আবার এসব নিয়ে কথা বলার কে? এদের নিজেদেরই তো কোনো অভিজ্ঞতা নেই। বয়স হয়েছে নাকি? বোঝে কম, বকে বেশি। আসলে তাদের লেখক হওয়ার শখ জেগেছে; তাই এসেছে জ্ঞান দিতে।’

পরে চিন্তা করে দেখলাম ‘লোকে কী বলবে?’ এই সংশয় যদি নিজেদের মধ্য থেকে দূর করতেই না পারি তবে এই বই লেখার কোনো যোগ্যতাই আসলে আমাদের নেই। তারপর সব ভয়-সংশয় দূর করে লিখেই ফেললাম, ‘লোকে কী বলবে?’ তারপর নিজেদের ভেতর থেকে চিরতরে তাড়িয়ে দিলাম ‘পাছে লোকে কিছু বলে’র ভয়।

প্রিয় পাঠক, আমাদের ভয়, সংকোচ, সংশয় তো তাড়িয়ে দিলাম, এবার আপনার পালা। আপনাকেও আমাদের দলে যোগ দেওয়ার অনুরোধ রইল। পাশে থাকব আমরা, চলুন, শুরু করা যাক।



## কীভাবে পড়বেন বইটি?

বইটি পড়তে পড়তে হয়তো বেশ কিছু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা আপনার মনে পড়ে যাবে—এমন কিছু কটু কথা মনে পড়ে যাবে যেগুলো আপনাকে কিংবা আপনার সামনে কাউকে বলা হয়েছিল, কিন্তু আপনি তার কোনো জবাব দিতে পারেননি। এই বইয়ে আমরা আপনার হয়ে সেই সব কথার জবাব দেওয়ার চেষ্টা করেছি। বইয়ের সাথে মিলে যায় এমন কোনো কথা যদি আপনি কারও কাছ থেকে শুনে থাকেন তবে—

- মিলে যাওয়া অংশটির ছবি তুলে তাকে পাঠিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করুন, বইটির এই লেখাটুকু কেমন লেগেছে। উত্তরের অপেক্ষায় থাকার দরকার নেই। সে নিজেই বাকিটা বুঝে নেবে।
- যদি মনে করেন তাতেও কাজ হবে না তবে নির্বাচিত অংশটুকু দাগিয়ে (হাইলাইট করে) ছবি তুলে তাকে পাঠিয়ে দিন। কিংবা নির্বাচিত অংশটুকু হাইলাইট করে বইটি পড়া শেষে তাকে উপহার দিন। মানুষটি বুদ্ধিমান হলে, হাইলাইট দেখে যা বোঝার বুঝে যাবে।

## সতর্কীকরণ

বইয়ের কিছু চ্যাপ্টারের নাম পড়লেই আপনার মেজাজ খারাপ হতে পারে। আপনাকেও এটা শুনতে হয়েছিল। রাগ যেহেতু করবেনই তাই বই পড়ার আগেই রাগ কমানোর কিছু বন্দোবস্ত করে নিয়ে বইটি পড়া শুরু করেন। না হলে পড়তে পড়তে কারও কথা মনে পড়ে যাবে আর তখন তাকে ফোন করে ঝাড়াঝাড়ি শুরু করে দিতে পারেন। আমরা আবার শান্তিপ্রিয় মানুষ আর তাই চাই না আমাদের বইটি পড়ে কারও জীবনে যুদ্ধবিগ্রহ শুরু হোক। বুঁকি আরও একটু কমানোর জন্য এক গ্লাস পানি খেয়ে বইটি পড়া শুরু করুন। আর আরেকটা অনুরোধ, অনেক আগে যেসব কটু কথা মানুষের কাছ থেকে শুনেছেন, সেগুলো এই বই পড়ে মনের ভেতর পুষে রাখবেন না; বরং সেই মানুষগুলোকে মন থেকে ক্ষমা করে দিন। এই রাগগুলো নিজের মধ্যে পুষে রাখলে কিন্তু নিজেই কষ্ট পেতে থাকবেন। সামনের দিকে দেখুন। নিজেকে অভিবাদন জানান, কেননা আপনি সেই সব কটু কথা শুনেও আজ এই পর্যন্ত এসেছেন বা এখনো টিকে আছেন, এখনো হেরে যাননি।

বইয়ের কিছু অংশ আমাদের থেকে যারা বয়সে বড় তাদের জন্য, আর বেশির ভাগ অংশই আমাদের বয়সী কিংবা আমাদের স্নেহের ছোট ভাইবোনদের জন্য লেখা। সে কারণেই এই বইয়ের কোনো কোনো জায়গায় পাঠককে ‘আপনি’, আবার কোনো কোনো জায়গায় ‘তুমি’ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

## আত্মশুদ্ধি

এই বইটি মূলত প্রতিদিন আমরা ঘরে-বাইরে, কর্মস্থলে, রাস্তা-ঘাটে যত কটু কথা, যত অপমান ও বৈষম্যমূলক কথা শুনে থাকি সেই সব কথা নিয়ে লেখা। পাশাপাশি এই কথাগুলো যেই ‘লোকেরা’ বলে তাদেরও একটা উচিত জবাব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে এই বইতে।

এখন জিজ্ঞেস করতে পারেন, ‘এই ব্যাটা, তোমরা কি ওই সব লোকের বাইরে? তোমরা কি কখনো এগুলো বলো নাই?’

হ্যাঁ, বলেছি। এই বইয়ের অনেক কথাই আমরা আমাদের জীবনেও বলেছি, যাতে হয়তো অনেকেই কষ্ট পেয়েছে। তাই শুরুতেই নিজেদের দোষ স্বীকার করে নিচ্ছি। আর যত মানুষকে আমরা এই কথাগুলো জেনে বা না জেনে বলে ফেলেছি তাদের কাছে নিঃশর্তভাবে ক্ষমা চাইছি। শুধু ক্ষমা চেয়েই মামলা খালাস করতে চাই না; প্রায়শ্চিত্তও করতে চাই। আর সে জন্যই এই বই লেখা। এই আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়ায় আমরা আপনাদেরও যুক্ত করতে চাই।

এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় পড়ে মনে হতে পারে, ‘আরে তাই তো, আমার সাথেও তো এমন হয়েছে।’ কিন্তু এটাও ভুলে যাবেন না, আমাদের মধ্যেই কেউ না কেউ সেসব কটু কথা বলেছে। ‘লোকে কী বলবে’-এর ‘লোক’ কিন্তু আকাশ থেকে পড়েনি। আমি-আপনিই সেই লোক।

বইটির প্রতিটি অধ্যায় পড়ার পর নিজেকে অন্তত একবার আন্তরিকভাবে জিজ্ঞেস করুন, আমি নিজে কি কখনো এই কথাটা কাউকে বলছি? আর যদি এই প্রশ্নের উত্তর ‘হ্যাঁ’ হয়, তাহলে মনে মনে একটা প্রতিজ্ঞা করে ফেলুন যে এ ধরনের কথা আর কখনো কাউকে বলবেন না।

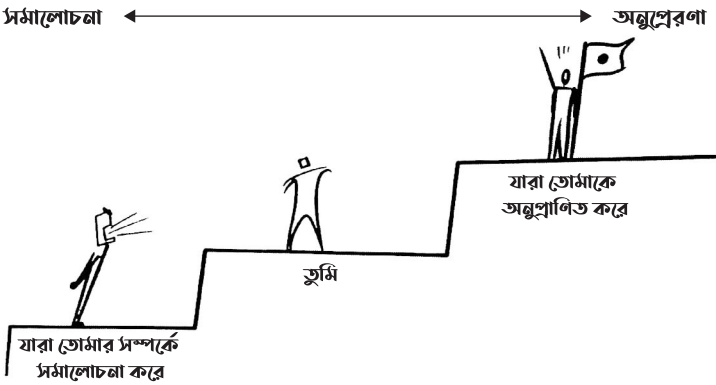
## সাকিব আল হাসানের মতো ভাবতে শিখুন



এই যে সাকিব আল হাসান এত ভালো খেলেন, তিনিও যদি ম্যাচের আগে বা পরে ফেসবুক খুলে তার পোস্টের কমেন্টগুলো পড়তেন তাইলে হয়তো এত ভালো খেলতে পারতেন না। তিনি জানেন যে তিনি খেলেন আর অন্যরা তাঁর খেলা দেখার জন্য বসে থাকেন। তাঁর তুলনায় যারা ক্রিকেটের কিছুই বোঝেন না তারাও অনবরত তাঁর উদ্দেশে উপদেশ বা গালি ছুড়তে থাকেন।

এই ‘আমি খেলছি, আর বাকিরা তো শুধুই দেখছে’—মনোভাবটা আমাদেরও সব কাজের মধ্যেই আনা দরকার। একজন যদি বলেও যে আমার আইডিয়া বা আমার কাজটা খারাপ তাহলে আমাদের চিন্তা করা উচিত যে, আমি তো কাজটা করেছি, আর সে তো না করেই সমালোচনা করছে। (তবে হ্যাঁ, অন্যদের গঠনমূলক সমালোচনাও অবশ্যই আমরা শুনব।) তার মন্তব্যে

আমার কাজের কিছু যায় আসে না: যেমনটা আমাদের কमेंটে সাকিবের খেলার কিছু যায় আসে না। আমাদের নিজেদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসী এই মনোভাবটা তৈরি করতে পারলে আমরা নিজেরাও নিজ নিজ কাজের ক্ষেত্রে সাকিব আল হাসান হয়ে উঠতে পারব। এই তো কিছুদিন আগে এক রিপোর্টার সাকিব আল হাসানকে প্রশ্ন করলেন, “আপনাকে নিয়ে যে এত আলোচনা-সমালোচনা হয়, আপনি এটাকে কীভাবে দেখেন?” স্বভাবসুলভ মুচকি হাসি হেসে তিনি বললেন, ‘দেখিই না।’



একটা জিনিস খেয়াল করেছেন? যে মানুষগুলো আপনাকে নিয়ে কটু কথা বলে সেই মানুষগুলো আপনার চেয়ে কিছুটা পিছিয়ে আছে। যারা আপনার ওপরে চলে গেছেন তারা আসলে জানেন যে সাফল্যের পথটা কতটা কঠিন। এখানে কত ব্যর্থতা আসে। আর তাই তারা কখনো আপনার ব্যর্থতা নিয়ে কটু কথা বলবেন না। বলবেন তারাই যাদের এই ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই। যারা আপনার নামে কটু কথা বলছে তারা নিজ থেকে সব সময় আপনার দিকে কথা কিংবা ফেসবুকের কमेंট ছুড়ে মারবে যেন আপনি কোনোভাবে সেটার আঘাতে তাদের জায়গায় নেমে যান। এটাতেই তাদের সুখ। কারণ তারা হয়তো আপনার মতো সাহসী না যে তারা নতুন কোনো কাজের উদ্যোগ নেবে। আর তাই ওপরের মানুষদের টেনে নিচে নামিয়ে তাদের দল ভারী করতে চাইছে। কারণ ভেড়ার পালের মাঝে লুকিয়ে বেঁচে থাকাতেই তাদের জীবনের সার্থকতা। অন্যকে নিচে নামানোর ইচ্ছার মধ্যে একটা পৈশাচিক আনন্দ কাজ করে। আপনি কিছু করছেন আর সে কিছুই

করছে না, ব্যর্থতার এই অনুভূতিকে সে সামাল দিতে পারে তখনই যখন সে দেখতে পায় যে আপনিও ব্যর্থ হচ্ছেন।

এখন আপনিই বলুন, আপনার থেকে পিছিয়ে পড়া, অন্যের ব্যর্থতার আড়ালে লুকিয়ে থাকা এসব পরজীবী মানুষের কথায় আপনি কেন পিছিয়ে থাকবেন? ওদের বলতে দিন। বলতেই থাকুক, বলাতেই আবদ্ধ থাকুক তাদের জীবন। আপনি বরং স্বপ্নের মশাল হাতে নিয়ে সামনে এগিয়ে যান।

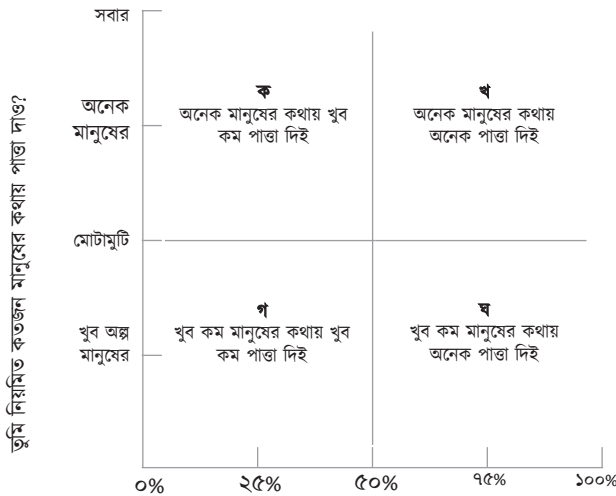
সত্যি বলতে কি, কমবেশি আমরা সবাই অন্যকে নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি। আমরা এখন পর্যন্ত এমন একজন লোকও পাইনি যে কিনা বলতে পারবে, সে কখনো কাউকে নিয়ে তার পিছে কথা বলেনি। সুতরাং মানুষের কথা থেকে বেঁচে থাকার কোনো উপায় নেই। বরং লোকের কথাগুলো আমরা কীভাবে দেখছি আর সেটা কীভাবে আমাদের ওপর প্রভাব ফেলছে, সেটা নিয়ে চিন্তা করি।

১. লোকে কিছু বলল সেটা আসলে তাদের মানসিকতার পরিচয় দেয়, আপনার নয়।
২. মানুষ কী ভাবল সেটাতে কিছু যায় আসে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত আপনি কী চিন্তা করছেন সেটা বদলাচ্ছে।
৩. কারও মনোভাব পরিবর্তনের কোনো দায়ভার কিন্তু আপনার না।
৪. মানুষ সব সময় আপনাকে আপনার মতো করে গ্রহণ করতে চাইবে না। সেটাতে কোনো সমস্যাও নেই যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি নিজেকে পুরোপুরিভাবে সমর্থন করতে পারছেন।
৫. মানুষের কথার লাগাম আপনার হাতে নেই কিন্তু আপনি কার কথায় কান দেবেন আর কোনদিকে মনোযোগ দেবেন সেটা কিন্তু আপনার হাতেই আছে।

## লোকে কী বলবে ম্যাট্রিক্স

এই যে বললেন মানুষের কথায় কান দেওয়া যাবে না, তাহলে কি কারও কথায় কান দেব না? এই ওপরের ম্যাট্রিক্সে আপনার অবস্থান কোথায় এটা যদি বুঝতে পারেন তাহলে এই প্রশ্নের উত্তরটা আপনার কাছে একদম সহজ হয়ে যাবে।

এবার আসুন নিচের চিত্রটার দিকে তাকাই!



তুমি তাঁদের কথা কতটুকু পাত্তা দাও?

যদি আপনি 'ক' বাক্সের বাসিন্দা হন, অর্থাৎ আপনি অনেক মানুষের কথাই শোনেন কিন্তু কারওটাই খুব বেশি পাত্তা দেন না, তাহলে আপনি ম্যাট্রিক্সের মোটামুটি সুবিধাজনক জায়গায় আছেন। তবে আরও কমসংখ্যক মানুষের কথা কানে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

যদি আপনি ‘খ’ বাক্সের বাসিন্দা হন, অর্থাৎ আপনি খুব কম মানুষের কথা পাত্তা দেন এবং পরিমাণেও খুব কম পাত্তা দেন, তাহলে আপনি আরও ভালো একটা অবস্থানে আছেন। আপনি নিজের জীবনের সিদ্ধান্ত, নিজেকে মূল্যায়ন ইত্যাদির দায়িত্ব নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছেন এবং এ জন্য আপনাকে সাধুবাদ।

যদি আপনি ‘গ’ বাক্সের বাসিন্দা হন, অর্থাৎ আপনি অনেক বেশি মানুষের কথা পাত্তা দেন এবং পরিমাণে অনেক বেশি পাত্তা দেন। সোজা কথায় কেউ আপনার বিষয়ে কোনো মন্তব্য করলেই আপনি রীতিমতো পিকেজি (পেরা খেয়ে গাছে।) আপনি যদি এই বাক্সের বাসিন্দা হন, তাহলে আপনি একটু বিপদে আছেন। আপনাকে সহজেই প্রভাবিত করতে পারে এমন মানুষের সংখ্যা কমাতে হবে এবং আপনাকে কতটুকু প্রভাবিত করতে পারে সে পরিমাণও কমাতে হবে।

এই বইয়ের লেখকদ্বয়ের সবচেয়ে প্রিয় বাক্স কিন্তু বাক্স ‘ঘ’। যেখানে আপনি অল্প কিছু মানুষের কথা পাত্তা দেবেন, কিন্তু অনেক বেশি পরিমাণে পাত্তা দেবেন। এ কথা কেন বললাম? জীবনে উন্নতি করার জন্য, সফল হওয়ার জন্য কিছু পরামর্শক, মেন্টর, রোল মডেল খুব বেশি দরকার। যার সাথে আপনি আপনার জীবনের সমস্যা, আপনার স্বপ্ন এবং সেগুলো পূরণে যে বাধা আছে তা নিয়ে খোলামেলাভাবে আলোচনা করতে পারবেন এবং তিনি তার অভিজ্ঞতার আলোকে আপনাকে ভালো পরামর্শ দিতে পারবেন। এ রকম মেন্টর যে কেউই হতে পারে। আপনার বাবা-মা, শিক্ষক, বড় ভাইবোন। শুধু কয়েকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে।

১. সেই মানুষটি আপনার সম্পর্কে যথেষ্ট জানেন কি না এবং আপনাকে যে পরামর্শ তারা দিচ্ছেন তা আপনার জীবনের বাস্তবতাকে বিবেচনা করে দিচ্ছেন কি না।

২. সেই মানুষটি সত্যি সত্যি আপনার ভালো চান কি না।

৩. উনি নিজের জীবনে যথেষ্ট সুশৃঙ্খল ও পরিশ্রমী কি না।

এই ৩টি প্রশ্নের উত্তর যদি ‘হ্যাঁ’ হয়ে যায়, তাহলে আপনি আপনার মনমতো একজন মেন্টর পেয়ে গেছেন। এ ক্ষেত্রে তার কথাগুলো পাত্তা না দেওয়াই বরং ভুল হবে।